৪

আমার অশ্রু-বর্ষার শেষে ইন্দ্রধনুর মায়া-
কেন এলে, যদি তুমিও লুকাবে গগনে রঙীন কায়া ?
আমি ত তোমারে চাহিনি আমার সাজাতে বাসর ঘর,
আমি চেয়েছিনু করিতে তোমারে আরো সুন্দরতর।
যত রঙ আছে মোর মনে, প্রাণে আছে মোর যত গান,
রঙে রূপে-গানে সুরে ও লেখায় তোমারে করাব স্নান —
ইহার অধিক চাহিনি ত কিছু; আমার কাব্যে গীতি-
আমি চেয়েছিনু তোমারে হে প্রিয় চির-অমরতা দিতে।
চলে যাব যবে এই ধরা ছাড়ি অজানা ~~[illegible]~~ দূরের দেশে
রবে শুধু মোর কবিতা ও গান, মোর স্মৃতি যাবে ভেসে —
সেদিন সকলে খুঁজিবে আমার অতীত কাহিনী কথা,
গাহিয়াছে কে গান আমার সুরের বীণায় হানিয়া ব্যথা।
অশ্রুমতী কে কবির প্রিয়া সে — যারে তনু মন ঘিরে-
গেয়েছিল কবি এ গান বসি' কোনো-সিন্ধু-তীরে।

আমি জানি তব নিরশ্রু চোখে সেদিন নামিবে ঢল,
দূর তারা-লোকে খুঁজিবে আমায় বাণীহীন অচপল।...

কানন যখন ভরে ওঠে - রাঙা ফুলে ফলে পল্লবে,
বিহগ-কণ্ঠ ভরে ওঠে, কেন কে জানে, গানের সুরে।
বাণী ত হানেনা কানন তাহারে। আমিও তেমনি করি'
তোমার শাখায় বসেছিনু তারে গানে গানে দিতে ভরি'।
চৈতী নিশীথে আকাশে যখন ওঠে গো পূর্ণ শশী,
চকোর-কণ্ঠে তারো অজানিতে ওঠে গীত উচ্ছ্বসি'।
ঘন ঘটা ঘোর ঘিরিলে গগন চাতক ফুকারি ওঠে,
ধরণী ভরিয়া সেই আনন্দে কত না কুসুম ফোটে।
তেমনি পুলকে তোমারে হেরিয়া গেয়ে উঠেছিনু গান,
সুন্দর হেরি' বীণা সম বেজে উঠেছিল মোর প্রাণ।
কোনো ক্ষতি তব করিনি ত প্রিয়, বহু সে ঊর্ধ্বে তব-
তোমার উদয়ে ভোরের পাখীর মত গেয়েছি সুর।

www.amarboi.org

কেন বাজাইলে সে গান আমার, কেন দিলে অবহেলা?
তুমিও কি মোর সন্ধ্যা-আকাশে ক্ষণিক রঙের খেলা?

আমি জানি, তব বন্ধু যাহারা আছে তব মন ঘিরে,
কোলাহল করি' বায়সের মত নিত্য নীড়ে যাবে ফিরে।
সেই কোলাহলে ডুবে যায় মোর ক্ষীণ কণ্ঠের গান,
তবু এই গান করিবে তোমারে চির-অমরতা দান।
কোলাহল তারা জানে শুধু, তারা জানেনা অমৃত-সুধা,
তাহারা মিটাতে পারিবেনা তব অন্তরতর ক্ষুধা।

তোমারে ঘিরিয়া গুঞ্জন করি' ফিরিছে মোর যে গীতি, —
কমল-কাননে মধুপ যেমন গান করে ফেরে নিতি, —
সে গান বাজিবে আমাদেরও পরে বাণীর কমল-বনে,
অনাগত যুবা যুবতী প্রেমিক প্রেমিকা গোপনে গোপনে
গাহিবে সে গীতি; আমার সহিত স্মরিবে তোমারে তারা,
হয়ত মোদেরি স্মরিয়া তাদের ঝরিবে নয়ন-ধারা।
আমরা বাঁচিয়া থাকিব তাদের প্রণয়ে — অশ্রুজলে।
প্রিয় তরি- বর্ণ [illegible] কাহিনী ন [illegible]।

দার্জিলিং
২৯-৬-৩১